UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

2014 International Year of Family Farming

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৪ September-October 2014

২৭তম বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা Volume-XXVII, No. IX & X

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশন

১৬ সেপ্টেম্বর শুরু

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উনসত্তরতম অধিবেশন মঙ্গলবার, ২০১৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শুরু হয়।

প্রারম্ভিক সপ্তাহের আলোচনার পরপরই কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়, যার সূচনা হয় সোম ও মঙ্গলবার, ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো বিশ্ব আদিবাসী জনগণ সংক্রান্ত সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মধ্য দিয়ে, যার উদ্দেশ্য হলো আদিবাসী জনগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর ওপর আলোকপাত করা এবং আদিবাসী জনগণের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণা ও অন্যান্য দলিলে বর্ণিত লক্ষ্য অনুযায়ী তাদের অধিকার বাস্তবায়নে সর্বোত্তম চর্চা ভাগাভাগি করা। আবার সোমবার ২২ সেপ্টেম্বরই পরিষদ একটি বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করে, যার উদ্দেশ্য হলো ১৯৯৪ সালে কায়রোয় অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত জরুরি কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিগত ২০ বছরে যে অগ্রগতি হয়েছে তা নিরূপণ এবং '২০১৪ সালের পর' সেসব লক্ষ্য অর্জনে নতুন করে রাজনৈতিক সমর্থন ব্যক্ত করা। মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হলো, জলবায়ুর পরিবর্তন ও স্থিতিশীল উন্নয়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছা বৃদ্ধি ও উচ্চাভিলাষী কার্যক্রম অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মহাসচিব বান কি-মুন আহূত জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন, ২০১৪।

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ আলোচনা বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে বুধবার, ১ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। এতে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় কর্মকর্তা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

তাদের অভিমত তুলে ধরতে সমবেত হয়।

বহুপক্ষীয় আলোচনার ফোরাম

জাতিসংঘ সনদের আওতায় ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ বিশ্ব সংস্থার আলোচনা, নীতি প্রণয়ন ও প্রতিনিধিত্বকারী অঙ্গ সংগঠন হিসেবে এক কেন্দ্রীয় অবস্থানে অধিষ্ঠিত রয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদ সনদের আওতার মধ্যে সকল আন্তর্জাতিক বিষয়ে বহুপক্ষীয় আলোচনার এক অনবদ্য ফোরাম হিসেবে কাজ করছে। পরিষদ আন্তর্জাতিক আইনের মান নির্ধারণ ও গ্রন্থাকারে গ্রথিত করার প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে।

পরিষদ প্রতিবছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন এবং পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুযায়ী অধিবেশনে মিলিত হয়।

সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

সাধারণ পরিষদ তার এখতিয়ারের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে। পরিষদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, সামাজিক ও আইনি বিষয়ে এমন সব কার্যক্রমের সূচনাও করেছে যা বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ২০০০ সালে গৃহীত যুগান্তকারী মিলেনিয়াম ঘোষণা ও ২০০৫ সালের বিশ্ব ফলাফল দলিল শীর্ষ সম্মেলন উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচনের পাশাপাশি শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ অর্জন, মানবাধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন এগিয়ে নেয়া; আমাদের অভিন্ন পরিবেশের সুরক্ষা, আফ্রিকার বিশেষ চাহিদা পূরণ ও জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোয় সদস্য দেশগুলোর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। আটষট্টিতম অধিবেশন চলাকালে পরিষদ ২০১৫—পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা গ্রহণের লক্ষ্যে ঊনসত্তরতম অধিবেশনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আন্তঃসরকারি আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ :

- জাতিসংঘের বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং সদস্য দেশগুলোর চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে।
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য নির্বাচন এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে মহাসচিব নিয়োগ দিতে পারে।
- নিরস্ত্রীকরণসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালা বিবেচনা ও সুপারিশ করতে পারে।
- কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনাধীন থাকলে তা ব্যতীত, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সে বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে।
- একই ব্যতিক্রম ব্যতীত সনদের আওতার মধ্যে যে কোনো বিষয়ে বা জাতিসংঘের যে কোনো অঙ্গ সংগঠনের ক্ষমতা ও কাজ সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করতে পারে।
- আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে গবেষণার সূচনা ও সুপারিশ এবং আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়ন ও গ্রন্থভুক্তি, মানবাধিকার ও সবার জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাতে ও সুপারিশ করতে পারে।

- দেশগুলোর মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক ব্যাহত করতে পারার মতো যে কোনো বিষয়ে পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে।
- নিরাপত্তা পরিষদ ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট গ্রহণ ও তা বিবেচনা করতে পারে।

সংগঠন কোনো সদস্যের নেতিবাচক ভোটের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে শান্তির প্রতি হুমকি, শান্তি ভঙ্গ বা আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে, পরিষদের ১৯৫০ সালের 'শান্তির জন্য ঐক্য' প্রস্তাব (৩৭৭ v) অনুসারে তা তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি বিবেচনা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোকে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে।

ঐকমত্যের অন্বেষায়

সাধারণ পরিষদে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে ভোট রয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রস্তাব, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং বাজেটের মতো নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়। এ জন্য দুই-তৃতীয়াংশে সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠার প্রয়োজন হয়, অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আনুষ্ঠানিক ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ঐকমত্য অর্জনের একটি প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর ফলে পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জোরদার হচ্ছে। প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করে মতৈক্যে উপনীত হওয়ার পর সভাপতি ভোট ছাড়াই রেজুলেশন গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারেন।

সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা

সাধারণ পরিষদের কাজ আরো দৃষ্টিগ্রাহ্য ও প্রাসঙ্গিক করার জন্য একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আটান্নতম

অধিবেশনে এটাকে একটা অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে এজেন্ডা প্রণালিবদ্ধ করা, প্রধান প্রধান কমিটির চর্চা ও কাজের পদ্ধতি উন্নত করা, সাধারণ কমিটির ভূমিকা জোরদার করা, সভাপতির ভূমিকা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা এবং মহাসচিব মনোনীত করার প্রক্রিয়ায় পরিষদের ভূমিকা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ষাটতম অধিবেশনে পরিষদ (২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের ৬০/২৯৬নং প্রস্তাবের সঙ্গে সংযুক্তি হিসেবে গ্রথিত) একটি পূর্ণ পাঠ বিবরণ গ্রহণ করে, যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চলমান বিষয়গুলো নিয়ে অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাধারণ পরিষদকে বেগবান করা সংক্রান্ত অ্যাডহক কার্য গ্রুপের সুপারিশকৃত এই পূর্ণ পাঠ বিবরণীতে সাধারণ পরিষদের সভাপতির প্রতি এসব মিথস্ক্রীয় আলোচনার জন্য প্রতিপাদ্য প্রস্তাব করার আহ্বানও জানানো হয়েছে। আটষট্টিতম অধিবেশন চলাকালে ব্যাপকভিত্তিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিপাদ্যনির্ভর মিথস্ক্রীয় আলোচনার আয়োজন করা হয় যেগুলোর মধ্যে ছিল স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ নিশ্চিত করা, আফ্রিকায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, সংস্কৃতি ও স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং পানি ও স্যানিটেশন। আটষট্টিতম অধিবেশনে পরিষদের ২০১৫-পরবর্তী এজেন্ডার বিশদ বিবরণীর অবদান হিসেবে সভাপতি ছয়টি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ও প্রতিপাদ্যনির্ভর আলোচনারও আয়োজন করেন।

সদস্য দেশগুলোকে নির্ধারিত সময় পরপর সাধারণ পরিষদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মহাসচিবের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও ভ্রমণ সম্পর্কে ব্রিফ করা তাঁর জন্য জন্য একটা প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এসব ব্রীফদান মহাসচিব ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মতবিনিময়ের একটা সুগৃহীত সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং তা উনসত্তরতম অধিবেশনে অব্যাহত থাকতে পারে।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং প্রধান প্রধান কমিটির চেয়ার নির্বাচন

কাজ বেগবান করার চলমান প্রয়াসের ফলে এবং কার্যপ্রণালি বিধির বিধি ৩০ অনুসারে সাধারণ পরিষদ প্রধান প্রধান কমিটি এবং কমিটিগুলো ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি ও কাজের প্রস্তুতির জন্য নতুন অধিবেশন শুরু হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে তার সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং প্রধান প্রধান কমিটির চেয়ার নির্বাচন করে।

সাধারণ কমিটি

পরিষদের সভাপতি ও ২১ জন সহ-সভাপতি এবং ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ কমিটি পরিষদের কাছে এজেন্ডা গ্রহণ, এজেন্ডার

বিষয় বন্টন ও তার কাজের সংগঠন সম্পর্কে সুপারিশ করে।

পরিচয়পত্র কমিটি
প্রত্যেক অধিবেশনে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পরিচয়পত্র কমিটি প্রতিনিধিদের পরিচয় সম্পর্কে পরিষদের কাছে সুপারিশ করে।

সাধারণ আলোচনা
পরিষদের বার্ষিক সাধারণ আলোচনা বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে (সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত) বুধবার ১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। সাধারণ আলোচনায় সদস্য দেশগুলো প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরার সুযোগ পায়। বায়ান্নতম অধিবেশন থেকে শুরু হওয়া রেওয়াজ অনুযায়ী সাধারণ আলোচনা শুরু হওয়ার অনতিপূর্বে সংস্থার কাজ সম্পর্কে মহাসচিব তাঁর রিপোর্ট পেশ করবেন। উনসত্তরতম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে ২০১৪ সালের ১১ জুন নির্বাচিত হওয়ার পর নবনির্বাচিত সভাপতি উগান্ডার মান্যবর মি. স্যাম কুটেসার প্রস্তাব অনুযায়ী উনসত্তরতম অধিবেশনের সাধারণ আলোচনার প্রতিপাদ্য হবে '২০১৫-পরবর্তী একটি রূপান্তরমূলক এজেন্ডার ওপর আলোচনা এবং তা বাস্তবায়ন করা'। বর্তমান ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্ব ও ভূমিকা জোরদার করার প্রয়াসে ২০০৩ সালে নবপ্রবর্তিত এই রেওয়াজ চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে (২০০৩ সালের ডিসেম্বরের ৫৯/১২৬ সংখ্যক প্রস্তাব) আলোচনার জন্য বিশ্বের উদ্বেগের কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করার ধারা চলে আসছে।

প্রথম দিন ছাড়া সাধারণ আলোচনার অধিবেশনগুলো সচরাচর সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা এবং বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে। প্রথমদিনের সান্ধ্যকালীন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় মুলতবি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধান প্রধান কমিটি
সাধারণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর পরিষদ তার এজেন্ডার স্বতন্ত্র বিষয়গুলো বিবেচনা করা শুরু করে। বিবেচ্য বিষয়ের সংখ্যাধিক্যের কারণে (উদাহরণ হিসেবে, আটষট্টিতম অধিবেশনে এজেন্ডার বিষয় ছিল ১৭৬টি) পরিষদ তার প্রধান ছয়টি কমিটির মধ্যে তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বন্টন করে দেয়। কমিটি বিষয়গুলো আলোচনা করে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয় করার চেষ্টা চালায় এবং পরে সেগুলো সচরাচর খসড়া প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের আকারে তাদের সুপারিশ হিসেবে পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করে। ছয়টি প্রধান কমিটি হলো—নিরস্ত্রীকরণ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমিটি (প্রথম কমিটি); অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ও আর্থিক কমিটি (দ্বিতীয় কমিটি); সামাজিক ও মানবিক বিষয়গুলো সংক্রান্ত সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক কমিটি (তৃতীয় কমিটি); উপনিবেশ বিলোপ, নিকটপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা (আনরোয়া) প্যালেস্টাইনি জনগণের মানবাধিকারসহ অন্য কোনো কমিটি বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আওতার বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ রাজনৈতিক ও উপনিবেশ বিলোপ কমিটি (চতুর্থ কমিটি); জাতিসংঘের প্রশাসন ও বাজেট সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও বাজেট প্রণয়ন কমিটি (পঞ্চম কমিটি) এবং আন্তর্জাতিক আইনি বিষয়গুলোর দায়িত্বে নিয়োজিত আইনি কমিটি (ষষ্ঠ কমিটি)। অবশ্য, প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির মতো কিছু সংখ্যক বিষয়ে পরিষদ তার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সাধারণ পরিষদের কার্য গ্রুপ
সাধারণ পরিষদ অতীতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর আরো বিশদভাবে আলোকপাত করা ও পরিষদের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করার জন্য কার্য গ্রুপ গঠনের ক্ষমতা দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করার জন্য অ্যাডহক কার্য গ্রুপ, যা আসন্ন অধিবেশন চলাকালে তার কাজ অব্যাহত রাখবে।

আঞ্চলিক গ্রুপ
আলোচনার মাধ্যম হিসেবে এবং পদ্ধতিগত কাজের সুবিধার্থে সাধারণ পরিষদ বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক আঞ্চলিক গ্রুপ গড়ে উঠেছে। গ্রুপগুলো হচ্ছে : আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় রাষ্ট্রগুলো এবং পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্যান্য রাষ্ট্র। সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদটি আঞ্চলিক গ্রুপগুলোর মধ্য থেকে পালাক্রমে পূরণ করা হয়। উনসত্তরতম অধিবেশনের সভাপতি আফ্রিকার রাষ্ট্র

গ্রুপ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশন

নিয়মিত অধিবেশন ছাড়াও পরিষদ বিশেষ ও জরুরি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে। প্যালেস্টাইন, জাতিসংঘের আর্থিক বিষয়, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা, মাদক, পরিবেশ, জনসংখ্যা, নারী, সামাজিক উন্নয়ন, মানব বসতি, এইচআইভি/এইডস, জাতিবিদ্বেষ ও নামিবিয়া প্রশ্নসহ বিশেষ মনোযোগ দেয়ার মতো বিষয়ে ২৮টি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছে। ২০০৫ সালের ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের ২৮তম বিশেষ অধিবেশন নাৎসি নির্যাতন শিবির মুক্তির ষাটতম বার্ষিকী স্মরণে নিবেদিত ছিল। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনের জরুরি কর্মসূচির ফলানুবর্তনের ওপর উনত্রিশতম বিশেষ অধিবেশন সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

নিরাপত্তা পরিষদ অচলাবস্থায় উপনীত হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে জরুরি বিশেষ অধিবেশনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেমন— হাঙ্গেরি (১৯৫৬), সুয়েজ (১৯৫৬), মধ্যপ্রাচ্য (১৯৫৮ ও ১৯৬৭), কঙ্গো (১৯৬০), আফগানিস্তান (১৯৮০), প্যালেস্টাইন (১৯৮০ ও ১৯৮২), নামিবিয়া (১৯৮১), অধিকৃত আরব ভূখণ্ড (১৯৮২) এবং অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও অধিকৃত প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডের বাদবাকি অংশে ইসরাইলের অবৈধ কার্যকলাপ (১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৯)।

পরিষদ ২০০৯ সালের ১৬ জানুয়ারি গাজা সংক্রান্ত দশম জরুরি অধিবেশন সাময়িকভাবে মুলতবি রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সদস্য দেশগুলোর অনুরোধে অধিবেশন পুনরায় শুরু করার জন্য পরিষদের সভাপতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

পরিষদের কার্যনির্বাহ

জাতিসংঘের কাজের উৎস হচ্ছে প্রধানত সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো। কাজগুলো করা হয় এবাবে :

- সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি ও অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারের মতো সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে গবেষণা চালানো ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা।
- জাতিসংঘ সচিবালয়ের দ্বারা অর্থাৎ মহাসচিব ও তাঁর আন্তজাতিক কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা।

সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মান্যবর জনাব স্যাম কাহামবা কুটেসার ভাষণ

নিউইয়র্ক, ১১ জুন ২০১৪

প্রায় ৭০ বছর আগে অন্যান্যের মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষণ, মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করা এবং বৃহত্তর স্বাধীনতার মধ্যে সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নততর জীবনমান এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এই সংস্থা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই থেকে যেসব সমস্যা মানবজাতির সামনে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে সকল রাষ্ট্রের অভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা বৈশ্বিক প্রয়াসের মূল বিষয় হয়ে রয়েছে।

বায়ান্ন বছর আগে আমার দেশ উগান্ডা জাতিসংঘ পরিবারে যোগ দেয়। আমরা এই সংস্থার একটি সক্রিয় ও পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ সদস্য এবং আরো বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ সাধারণ পরিষদের কাজের প্রতি। তাই সাধারণ পরিষদের উনসত্তরতম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে নির্বাচিত করায় আমি সম্মানিত বোধ করছি এবং এখানে যারা আছেন তাদের সবার প্রতি সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ, এ নির্বাচন ব্যক্তিগতভাবে কেবল আমার প্রতিই যে পরিষদের সম্মিলিত আস্থা ও বিশ্বাসের একটা প্রমাণ, তা নয়, বরং উগান্ডা যে অবদান রেখেছে এটা তারও একটা স্বীকৃতি। আমার প্রার্থিতাকে অনুমোদন এবং আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়ার জন্য আমার অঞ্চল আফ্রিকাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

মাননীয় সভাপতি, চলতি অধিবেশনে নেতৃত্বদান এবং আয়োজন সম্পন্ন করার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। বেশ কয়েকটি আন্তঃসরকারি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং এগুলো ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার আলোচনাকে সমৃদ্ধ করবে। এই উত্তরণ ও সাধারণ পরিষদের

সভাপতির পদে ধারাবাহিকতাকে সহজতর করতে আপনার ইচ্ছারও আমি প্রশংসা করছি।

জাতিসংঘের এজেন্ডা এগিয়ে নিতে মহাসচিবের ব্যক্তিগত অঙ্গীকার, নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ও প্রশংসা করতে চাই। আমাদের সংস্থার অগ্রাধিকার নিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে আমি কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি।

আমরা যখন এখানে সমবেত হয়েছি তখন বৈশ্বিক আওতা ও অভিঘাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আমাদের এই বিশ্ব মোকাবেলা করে যাচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা, অনুন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিসেবা, বেকারত্ব, অনেক উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য ও অপ্রতুল অবকাঠামো; অপর্যাপ্ত ও ব্যয়বহুল জ্বালানি, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার ক্রমবৃদ্ধি, সশস্ত্র সংঘাত এবং দেশ অতিক্রমী সংঘবদ্ধ অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ, দস্যুতা ও মানব পাচারের মতো শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি ক্রমবর্ধমান হুমকি। এটাই জাতিসংঘের একটি শক্তিশালী, অনবদ্য ও অপরিহার্য সংস্থা করে তুলেছে।

চৌদ্দ বছর আগে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো আর্থসামাজিক বিষয়গুলোর আলোকপাত করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সালের মধ্যে আটটি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অঙ্গীকার করে মিলেনিয়াম ঘোষণা গ্রহণ করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য, দেশ ও অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ২০১৫—পরবর্তী একটি উন্নয়ন এজেন্ডা নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, স্থিতিশীল উন্নয়নের যেসব লক্ষ্য প্রণয়ন করা হচ্ছে তা এমডিজি প্রোথিত ভিত্তির ওপর নির্ভর করে হতে হবে। এটাও অপরিহার্য যে, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা এবং স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বহুব্যাপ্ত লক্ষ্য সংবলিত আমাদের উন্নয়ন এজেন্ডা রূপান্তরমূলক, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় বাস্তবতা এবং উন্নয়নের পর্যায়ের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে এই এজেন্ডাকে হতে হবে কল্যাণমুখী, কর্মমুখী ও সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।

২০১৫—পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার অংশ হিসেবে আর্থিক সম্পদ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও স্থানান্তর এবং সামর্থ্য গড়ে তোলার নিরিখে বাস্তবায়নের উপায়গুলোর সমাধানও আমাদের করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন হবে একটি জোরালো বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের, যে অংশীদারিত্ব সরকারে এবং সরকারগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব লালন করবে, বেসরকারি খাতের জন্য একটা বর্ধিত ভূমিকার সুযোগ দেবে, একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ লালন করবে। যে এজেন্ডা বৈশ্বিক সমাধানকে সমর্থন করে, যা জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে পথনির্দেশনা দেয় এবং যা জীবিকার উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মানুষের ক্ষমতায়ন করে তা হতে হবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যে জলবায়ু পরিবর্তন অব্যাহতভাবে অপ্রতিহত হয়ে উঠছে তা আমাদের সময়ের অন্যতম নির্ণায়ক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। পুনঃপুন ঘটনাশীল চরম আবহাওয়ার অবস্থায় বন্যা, বিস্তৃত খরা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবগুলো সুস্পষ্ট। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এসব বিরূপ প্রভাব মানবজাতির অস্তিত্বকেই হুমকিতে ফেলে দিচ্ছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো ক্রমবর্ধমান হারে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পতিত হচ্ছে। আমাদের জন্য এবং পরবর্তী বংশধরের জন্য এই গ্রহ ধরিত্রীকে রক্ষা করতে, অন্যান্যের মধ্যে, প্রশমন ও খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলা করা আমাদের একটা বাধ্যবাধকতা। এ জন্য জলবায়ু পরিবর্তন অর্থায়ন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর হবে বিশেষ মূল বিষয়। তাই ২০১৫ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে একটি বৈশ্বিক ঐকমত্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাঠামো কনভেনশনের আওতায় উনসত্তরতম অধিবেশন চলাকালে চলতি প্রক্রিয়ার ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য।

আগামী বছর জাতিসংঘের সত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বলে তা হবে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৫ সালে বিশ্ব যেমন ছিল আজকে তা বিপুল ভিন্ন অবস্থায় রয়েছে। সংস্থার নীতিমালা অটল অপরিবর্তিত রয়েছে বলে পরিবর্তনশীল বিশ্ব নতুন ও পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয়সাধনে আমাদের বাধ্য করছে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাধারণ পরিষদের অব্যাহত বেগবান হওয়া এবং নিরাপত্তা পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ সংস্থার সংস্কার। নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার নিয়ে আন্তঃসরকারি আলোচনায় এখনো বাঞ্ছিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বিশেষ করে এই

বিষয়টির ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রতিটি সদস্য দেশের সঙ্গে আমি কাজ করে যাব।

পরিচালন পর্যায়ে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, জাতিসংঘ এবং আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা লালন করলে তা উন্নয়ন এবং শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ইতিবাচকভাবে অবদান রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আমরা অনেক সাফল্য দেখেছি, বিশেষ করে আফ্রিকায় সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা তাদের অনবদ্য ও পরিপূরক সামর্থ্য কাজে লাগিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, এই সহযোগিতা এখনো তার পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌছেনি এবং তাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে হবে। আমি এও বিশ্বাস করি যে, অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে আমাদের সহযোগিতা ও সমন্বয় বাড়ানো দরকার।

জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৩৩ অনুসারে বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি অর্জনে আমাদের বৃহত্তর প্রচেষ্টা চালাতে অধিকতর উদ্যোগ নিতে হবে। সংঘাত রোধ অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাপেক্ষ ও অধিক স্থিতিশীল পছন্দ।

সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতিতে আমাদের শান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টা জোরদার ও দেশগুলোকে কার্যকর জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করতে হবে। এটা পরিস্থিতির অবনতি পরিহার এবং ঐসব দেশকে স্থিতিশীল শান্তি পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক জোরদার ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে সমর্থ করার জন্য অপরিহার্য।

যেসব শক্তি মেরুকরণ ও চরমপন্থায়

ইন্ধন জোগায় সেসব শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সম্মিলিত সংকল্প জোরদার করতে হবে। মারাত্মক সন্ত্রাসী হামলাগুলোতে সেই উত্তেজনা প্রায়শই সুস্পষ্ট হয়েছে, যা চরমপন্থি আদর্শের হুমকির একটা সার্বক্ষণিক স্মারক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশ ও জনগণের মধ্যে সহনশীলতা, সমঝোতা ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে জাতিসংঘ সভ্যতা জোট একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

এই লক্ষ্যে জোটের ভূমিকা আরো বাড়ানোকে আমি সমর্থন করব। উনসত্তরতম অধিবেশনে লিঙ্গভিত্তিক সমতা আরো এগিয়ে নেয়া এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর আমি গুরুত্ব দেব, এ সময়ে আমরা সাড়া জাগানো বেইজিং সম্মেলনের ২০তম বার্ষিকী পালন করব, এ সম্মেলন নারীর অধিকার এগিয়ে নেয়া ও লিঙ্গভিত্তিক সমতা অর্জনে একটি কাঠামো ও পথের দিশা দিয়েছে। ১৯৯৫ সালের পর থেকে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় লিঙ্গভিত্তিক সমতা এগিয়ে নিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে এখনো অনেক কিছু করার রয়েছে। এটা আমাকে আমার সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার কাসঙ্গি গ্রামের চার সন্তানের জননী এক বিবাহিত রমণী জনৈকা নাবানজার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই নারী ২০১০ সালে তার স্বামীর সঙ্গে জমি ক্রয় করে। দু'সপ্তাহ আগে আমার নির্বাচনী এলাকার ঐ নাবানজা আমাকে জানিয়েছে যে, তাকে না জানিয়ে তার স্বামী জমিটা বিক্রি করে দিয়েছে। ফলে সে ও তার সন্তানগুলো গৃহহারা ও বেঁচে থাকায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছে। বিশ্বজুড়ে এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেগুলো জাতিসংঘ-নারীর নেতৃত্বে লিঙ্গভিত্তিক সমতার ত্বরান্বিত অগ্রগতি ও কার্যকর অগ্রগতি এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কার্যক্রম জোরদার ও সকল কর্মকুশীলবকে উদ্যোগী করে তুলতে এই ঐতিহাসিক সুযোগটি কাজে লাগানোর প্রয়োজনের ওপর জোরালো আলোকপাত করছে। সাধারণ পরিষদের সহায়তায় ওপরে উল্লিখিত সবগুলো অগ্রাধিকার কীভাবে কার্যকর পন্থায় এগিয়ে নেয়া যায় সে বিষয়ে আমার প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে যথাসময়ে আমি পরিষদের সঙ্গে মতবিনিময় করে যাব।

এরপর পৃষ্ঠা : ১০

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য প্রাপ্তির ৪০তম বার্ষিকী পালন

বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাবৃন্দ

বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকার

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ : জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের জাতিসংঘ কান্ট্রি টিম এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যৌথভাবে, 'বাংলাদেশ ও জাতিসংঘঃ অংশীদারিত্বের ৪০ বছর' শীর্ষক একটি সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী নিল ওয়াকার জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আ. মুহিত, এমপি, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদ। সর্বসাধারণের জন্য 'বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ অংশীদারিত্বের ৪০ বছর' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো তুলে ধরে দিয়ে প্রদর্শনীটি সাজানো হয়। মাননীয় মন্ত্রীগণ ও সুশীল সমাজের সদস্যসহ সকল স্তরের মানুষ এই ঐতিহাসিক প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে একটি সাংস্কৃতিক পর্বের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্ত এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতার বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের ৪০ বছর উপলক্ষে গণগ্রন্থাগারে মাসব্যাপী প্রদর্শনী

ঢাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ : বিগত ৪০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের অবদানকে তুলে ধরে গত ৩০সেপ্টেম্বর ২০১৪ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণ-গ্রন্থাগারে মাসব্যাপী জাতিসংঘ সংস্থার কর্মকান্ড বিষয়ে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের সংস্থার কার্যক্রমের সাফল্যগুলো এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে। জাতিসংঘ-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি প্যাসকেল ভিলনোভ এবং গণ-গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. হাফিজুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী অফিস, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র ও গণ-গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ। ইউনিসেফ প্রতিনিধি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বাংলাদেশে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর কার্যক্রম তুলে ধরে এই বিষয়ে সরকারের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে জাতিসংঘ সংস্থাকে এই প্রদর্শনীটি স্থাপনের অনুমতি দেয়ার জন্য গণগন্থাগার কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। ইউনিসেফ প্রতিনিধি গণগ্রন্থাগারের মহাপরিচালক ও জাতিসংঘের অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে গ্রন্থাগারটি পরিদর্শন করেন এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সাথে কথা বলেন। এই সময় ইউনিসেফ প্রতিনিধিকে বেশ কিছু দুর্লভ সংগ্রহ দেখানো হয়। জাতিসংঘের পক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র ও জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী অফিস মাসব্যাপী এই প্রদর্শনীর সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করে।

কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারে জাতিসংঘের প্রদর্শনী

প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন ইউনিসেফ প্রতিনিধি প্যাসকেল ভিলোনভ ও গণ-গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে জাতিসংঘের জন্মদিনে ফ্ল্যাশ মব অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও জাতিসংঘের জন্মদিনকে উদযাপনের লক্ষ্যে সমুদ্র সার্ফার, লাইফ গার্ড ও স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে একটি মনোজ্ঞ ও দৃষ্টিনন্দন ফ্ল্যাশ মবের আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও কর্মী, তরুণ দল এবং স্থানীয় জনগণ এই আকর্ষণীয় ফ্ল্যাশ মবটিতে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় জনগণের মাঝে দিবসের বার্তা পৌঁছে দিতে টি-শার্ট, ব্যানার, পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অনুষ্ঠানটি ধারণ ও প্রচার করে। অনুষ্ঠানস্থলে একটি রক্তদান কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান দুটি যৌথভাবে আয়োজন ও তত্ত্বাবধান করে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা এবং জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে পথনাটক ও সংবাদ সম্মেলন মঞ্চস্থ

জাতিসংঘ দিবস পালন উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা ও জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা যৌথভাবে কক্সবাজার জেলায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্থাৎ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে গত ২১ অক্টোবর ২০১৪ একটি পথনাটকের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটির মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা যা জীবনব্যাপী শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে তাদের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ত্রাণ, শরণার্থী ও প্রত্যাবাসনবিষয়ক কমিশনার ও বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব জনাব ফরিদউদ্দিন ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক জনাব রুহুল আমিন। জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধি স্টিনা লাংডেল অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাপান দূতাবাসের অনারারি কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোস্তাক আহমেদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এস. এম. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সহকারী পুলিশ সুপার নতুন চাকমা এবং সহকারি সিভিল সার্জন ডা. মহিউদ্দিন মো. আলমগীর। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মো. মনিরুজ্জামান অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন।

জাতিসংঘ দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরা ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র, ইউএনএইচসিআর এবং ইউনেস্কো যৌথভাবে কক্সবাজারে ইউএনএইচসিআর সাব-অফিসে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক এই প্রেস ব্রিফিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রতিনিধি স্টিনা লাংডেল জাতিসংঘ দিবস উদযাপন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাফল্য সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম অফিসার শিরিন আখতার বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। এরপর সাংবাদিকগণ একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

পৃষ্ঠা : ৭-এর পর

উনসত্তরতম অধিবেশনের জন্য প্রতিপাদ্য হিসেবে আমি ২০১৫—পরবর্তী একটি রূপান্তর মূল এজেন্ডার ওপর আলোচনা এবং তা বাস্তবায়ন করাকে প্রস্তাব করছি। এই প্রতিপাদ্য চলতি অধিবেশনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত ও অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। এতে ২০১৫—পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার ওপর কেবল আলোচনা করা বা সম্মত হওয়াই নয় বরং অত্যন্ত অপরিহার্যভাবে তার কার্যকর বাস্তবায়নের গুরুত্বের ওপরও আলোকপাত করছে।

আমরা যা কিছু করি তার কেন্দ্রবিন্দুতে জনগণকে রাখার মাধ্যমে আমি উদ্বুদ্ধ হই। আমি আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের প্রয়োজনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হই। আমি দারিদ্র্য ও ক্ষুধা বিদূরণ এবং স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, সবার জন্য কর্মসংস্থান ও উন্নততর জীবিকা সৃষ্টি করার মতো একটি এজেন্ডা গড়ে তুলতে সাধারণ পরিষদের সঙ্গে কাজ করার আশায় রয়েছি।

এই প্রচেষ্টায় আমরা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার কথা থেকে প্রেরণা নিতে পারি। যিনি ২০০৫ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'দারিদ্র্যকে ইতিহাসে পরিণত করার প্রচারাভিযানের' এক অনুষ্ঠানে ভাষণে বলেছেন, 'দারিদ্র্যকে অতিক্রম করা পরজনপ্রীতির কোনো ইশারা নয়, বরং ন্যায়বিচারের কাজ। এটি একটি মৌলিক মানবাধিকারের সুরক্ষা, মর্যাদা ও একটি সুন্দর জীবনের অধিকার। দারিদ্র্য বিদ্যমান থাকলে সত্যিকার কোনো স্বাধীনতা থাকে না।'

'যে ভবিষ্যৎ আমরা চাই' তা গড়ে তোলার জন্য সত্যিকার অর্থে আমাদের এক প্রজন্মে একবারের সুযোগই রয়েছে।...আমি সাধারণ পরিষদের কাজ সক্রিয় ও কার্যকরভাবে চালানোর নির্দেশনা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাব। পরিষদের কাছে আমার প্রতিশ্রুতি হলো আমার শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ রাখা, স্বচ্ছ, ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার। আমি পরিষদের সমর্থন ও সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের সভাপতি

স্যার কাহামবা কুটেসা ২০১৪ সালের ১১ জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উনসত্তরতম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার সময়ে তিনি উগান্ডার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ পদে তিনি ২০০৫ সাল থেকে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

একজন আইনজীবী, পার্লামেন্টারিয়ান ও ব্যবসায়ী হিসেবে মি. কুটেসা আন্তর্জাতিক বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতা নিয়ে এ পদে এসেছেন। উগান্ডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ২০০৭ সালে কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন, ২০০৮ সালে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) মন্ত্রীবর্গের কাউন্সিল অধিবেশন এবং ২০১০ সালে আফ্রিকান ইউনিয়ন (এইউ) রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃসরকারি সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করেন। ২০০৯ ও ২০১০ সালে উগান্ডা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্যের দায়িত্বও পালন করে। আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক পর্যায়ে মি. কুটেসা পূর্ব আফ্রিকান কমিউনিটি (ইএসি), পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার কমন মার্কেট (কমেসা) ও গ্রেট লেক অঞ্চলের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের (আইসিজিএলআর)এর মতো সংস্থাগুলোর উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিনি আইসিজিএলআরের আঞ্চলিক আন্তঃমন্ত্রী পর্যায়ের কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এই কমিটির কাজ হলো পূর্বাঞ্চলীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (ডিআরসি) শান্তি ও স্থিতিশীলতা সংহত করার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও বিক্রয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা এবং যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধ করা।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মি. কুটেসা আন্তঃসরকারি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আইজিএডি), সুদান ও দক্ষিণ সুদানে আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়া এবং সোমালিয়ায় স্থিতিশীলতা স্থাপন প্রয়াসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনকালেই পূর্ব আফ্রিকান কমিউনিটি ২০০৫ সালে একটি কাস্টমস ইউনিয়ন ও ২০১০ সালে একটি সাধারণ বাজার স্থাপন এবং ব্যবসা বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে ২০২৩ সাল নাগাদ এ অঞ্চলে একটি মুদ্রা ইউনিয়ন গড়ে তোলার ভিত্তি রচনা করে। ২০১৩ সালে একটি প্রটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সংহতি জোরদার গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করে। উগান্ডা এই কমিটির সদস্য।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে একজন নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য মি. কুটেসা উগান্ডার গণপরিষদ সদস্য এবং এই সংস্থার রাজনৈতিক পদ্ধতি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এ সময়ে তিনি দেশটির সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে অবদান রেখেছেন। ১৯৯৫ সালে সংবিধান গৃহীত হয়। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিনিয়োগের দায়িত্বে অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁর দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন।

বেসরকারিখাতে মি. কুটেসা বিশ্ব বিস্তৃত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান লনহ্রো ইস্ট আফ্রিকার আইন বিষয়ক সচিব হিসেবে কাজ করেন এবং উগান্ডার বাণিজ্য অ্যাডভাইজরি বোর্ড ও জাতীয় বস্ত্র বোর্ডে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্পোরেট আইন ও মামলা-মোকদ্দমায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি তাঁর দেশে আইন ব্যবস্থাও করেছেন। ১৯৪৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেয়া মি. কোটেস মেকারের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে অনার্স ডিগ্রি নিয়েছেন এবং তিনি উগান্ডা হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট। তিনি উগান্ডা আইন উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে আইন ব্যবসায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। তিনি বিবাহিত এবং ছয় সন্তানের জনক।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতিদের তালিকা

অধিবেশন	সাল	নাম	দেশ
উনসত্তরতম	২০১৪	মি. স্যাম কাহামবা কুটেসা (নবনির্বাচিত সভাপতি)	উগান্ডা
আটষট্টিতম	২০১৩	মি. জন ডব্লু অ্যাশে	এন্টিগুয়া ও বারমুদা
সাতষট্টিতম	২০১২	মি. ভুক জেরেমিক	সার্বিয়া
ছেষট্টিতম	২০১১	মি. নাসির আবদুলাজ্জি আল-নাসের	কাতার
পঁয়ষট্টিতম	২০১০	মি. জোসেফ ডেইস	সুইজারল্যান্ড
চৌষট্টিতম	২০০৯	ড. আলী আবদুস সালাম ট্রেকি	জামাহিরিয়া
দশম জরুরি বিশেষ অধিবেশন	২০০৯	ফাদার মিগুয়েল ডি এসকোটো ব্রোকম্যান	নিকারাগুয়া
তেষট্টিতম পুনরাহূত	২০০৮	ফাদার মিগুয়েল ডি এসকোটো ব্রোকম্যান	নিকারাগুয়া
বাষট্টিতম	২০০৭	ড. সরগজান করিম	সাবেক যুগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্র মেসিডোনিয়া
দশম জরুরি বিশেষ অধিবেশন (দু'বার আহূত)	২০০৬	শেখা হায়া রাশেদ আল-খলিফা	বাহরাইন
একষট্টিতম	২০০৬	শেখ হায়া রাশেদ আল খলিফা	বাহরাইন
ষাটতম	২০০৫	মি. জ্যান ইলিয়াসন	সুইডেন
আটাশতম বিশেষ	২০০৫	মি. জিন পিঙ	গ্যাবন
ঊনষাটতম	২০০৪	মি. জিন পিঙ	গ্যাবন
দশম জরুরি বিশেষ (পুনরাহূত)	২০০৪	মি. জুলিয়ান রবার্ট হানটে	সেন্ট লুসিয়া
(দু'বার পুনরাহূত)	২০০৩	মি. জুলিয়ান রবার্ট হানটে	সেন্ট লুসিয়া
আটান্নতম	২০০৩	মি. জুলিয়ান রবার্ট হানটে	সেন্ট লুসিয়া
সাতান্নতম	২০০২	মি. জ্যান কাভান	চেক প্রজাতন্ত্র
সাতাশতম বিশেষ	২০০২	মি. হান সিউঙ-সু	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
দশম জরুরি বিশেষ (দু'বার পুনরাহূত)	২০০২	মি. হান সিউঙ-সু	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
(পুনরাহূত)	২০০১	মি. হান মিউঙ-সু	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
ছাপ্পান্নতম	২০০১	মি. হান সিউঙ-সু	কোরিয়া প্রজাতন্ত্র
ছাব্বিশতম বিশেষ	২০০১	মি. হ্যারি হোলকেরি	ফিনল্যান্ড
পঁচিশতম বিশেষ	২০০১	মি. হ্যারি হোলকেরি	ফিনল্যান্ড
দশম জরুরি বিশেষ (পুনরাহূত)	২০০০	মি. হ্যারি হোলকেরি	ফিনল্যান্ড
পঞ্চান্নতম	২০০০	মি. হ্যারি হোলকেরি	ফিনল্যান্ড
চব্বিশতম বিশেষ	২০০০	মি. থিয়ো-বেন গুরিরাব	নামিবিয়া
তেইশতম বিশেষ	২০০০	মি. থিয়ো-বেন গুরিরাব	নামিবিয়া
বাইশতম বিশেষ	১৯৯৯	মি. থিয়ো-বেন গুরিরাব	নামিবিয়া
চুয়ান্নতম	১৯৯৯	মি. থিয়ো-বেন গুরিরাব	নামিবিয়া
একুশতম বিশেষ	১৯৯৯	মি. ডিডিয়ের অপেরট্টি	উরুগুয়ে
দশম জরুরি বিশেষ (পুনরাহূত)	১৯৯৯	মি. ডিডিয়ের অপেরট্টি	উরুগুয়ে
তিপ্পান্নতম	১৯৯৯	মি. ডিডিয়ের অপেরট্টি	উরুগুয়ে
বিশতম বিশেষ	১৯৯৮	মি. হান্নাদিয়ে উঙ্গোভেনকো	ইউক্রেন
দশম জরুরি বিশেষ (পুনরাহূত)	১৯৯৮	মি. হান্নাদিয়ে উঙ্গোভেনকো	ইউক্রেন
বায়ান্নতম	১৯৯৭	মি. হান্নাদিয়ে উঙ্গোভেনকো	ইউক্রেন
দশম জরুরি বিশেষ (দু'বার পুনরাহূত)	১৯৯৭	মি. রাজালি ইসমাইল	মালয়েশিয়া
উনিশতম বিশেষ	১৯৯৭	মি. রাজালি ইসমাইল	মালয়েশিয়া
একান্নতম	১৯৯৬	মি. রাজালি ইসমাইল	মালয়েশিয়া
পঞ্চাশতম	১৯৯৫	প্রফেসর দিওগো ফ্রেইটাস দো এমারাল	পর্তুগাল
উনপঞ্চাশতম	১৯৯৪	মি. আমার এসি	কোটে ডি আইভয়ের
আটচল্লিশতম	১৯৯৩	মি. স্যামুয়েল আর ইনসানালি	গায়ানা
সাতচল্লিশতম	১৯৯২	মি. স্টয়ান গানেভ	বুলগেরিয়া
ছেচল্লিশতম	১৯৯১	মি. সামির এস. শিহাবি	সৌদি আরব
পঁয়তাল্লিশতম	১৯৯০	মি. গুইডো ডি সারকো	মাল্টা
আঠারতম বিশেষ	১৯৯০	মি. জোসেফ নানভেন গায়বা	নাইজেরিয়া
সতেরতম বিশেষ	১৯৯০	মি. জোসেফ নানভেন গায়বা	নাইজেরিয়া
ষোলতম বিশেষ	১৯৮৯	মি. জোসেফ নানভেন গায়বা	নাইজেরিয়া

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতিদের তালিকা

চুয়াল্লিশতম	১৯৮৯	মি. জোসেফ নানভেন গায়বা	নাইজেরিয়া
তেতাল্লিশতম	১৯৮৮	মি. দান্তে এম. কাপুতু	আর্জেন্টিনা
পনেরতম বিশেষ	১৯৮৮	মি. পিটার ফ্লোরিন	জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
বিয়াল্লিশতম	১৯৮৭	মি. পিটার ফ্লোরিন	জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র
চৌদ্দতম বিশেষ	১৯৮৬	মি. হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী	বাংলাদেশ
একচল্লিশতম	১৯৮৬	মি. হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী	বাংলাদেশ
তেরোতম বিশেষ	১৯৮৬	মি. জাইমে ডি পিনিয়েস	স্পেন
চল্লিশতম	১৯৮৫	মি. জাইমে ডি পিনিয়েস	স্পেন
ঊনচল্লিশতম	১৯৮৪	মি. পল জে.এফ. লুসাকা	জাম্বিয়া
আটত্রিশতম	১৯৮৩	মি. জর্জ ই. হলুয়েকা	পানামা
সাঁইত্রিশতম	১৯৮২	মি. ইমরে হোল্লাই	হাঙ্গেরি
বারোতম বিশেষ	১৯৮২	মি. ইসমত টি. কিতানি	ইরাক
সপ্তম জরুরি বিশেষ (পুনরাহূত)	১৯৮২	মি. ইসমত টি. কিতানি	ইরাক
নবম জরুরি বিশেষ	১৯৮২	মি. ইসমত টি. কিতানি	ইরাক
ছত্রিশতম	১৯৮১	মি. ইসমত টি. কিতানি	ইরাক
অষ্টম জরুরি বিশেষ	১৯৮১	মি. রুডিগের ডন ওয়েশসার	জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র
পঁয়ত্রিশতম	১৯৮০	মি. রুডিগের ডন ওয়েশসার	জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র
একাদশ বিশেষ	১৯৮০	মি. সালিম এ. সালিম	সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র
সপ্তম জরুরি বিশেষ	১৯৮০	মি. সালিম এ. সালিম	সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র
ষষ্ঠ জরুরি বিশেষ	১৯৮০	মি. মালিম এ. সালিম	সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র
চৌত্রিশতম	১৯৭৯	মি. সলিম এ. সালিম	সংযুক্ত তাঞ্জানিয়া প্রজাতন্ত্র
তেত্রিশতম	১৯৭৮	মি. ইনদালেসিও লিয়েভানো	কলম্বিয়া
দশম বিশেষ	১৯৭৮	মি. লাজার মজসভ	যুগোশ্লাভিয়া
নবম বিশেষ	১৯৭৮	মি. লাজার মজসভ	যুগোশ্লাভিয়া
অষ্টম বিশেষ	১৯৭৮	মি. লাজার মজসভ	যুগোশ্লাভিয়া
বত্রিশতম	১৯৭৭	মি. লাজার মজসভ	যুগোশ্লাভিয়া
একত্রিশতম	১৯৭৬	মি. এইচ.এস. এমেরা সিংহে	শ্রীলঙ্কা
ত্রিশতম	১৯৭৫	মি. গাসটন থরন	লুক্সেমকার্গ
সপ্তম বিশেষ	১৯৭৫	মি. আবদেলাজিজ বুতেফ্লিকা	আলজিরিয়া
ঊনত্রিশতম	১৯৭৪	মি. আবদেলাজিজ বুতেফ্লিকা	আলজিরিয়া
ষষ্ঠ বিশেষ	১৯৭৪	মি. লিওপোলডে বেনিটেস	ইকুয়েডর
আটাশতম	১৯৭৩	মি. লিওপোলডে বেনিটেস	ইকুয়েডর
সাতাশতম	১৯৭২	মি. স্ট্যানিসলৌ ট্রাপকজিনস্কি	পোল্যান্ড
ছাব্বিশতম	১৯৭১	মি. আদম মালিক	ইন্দোনেশিয়া
পঁচিশতম	১৯৭০	মি. এডভার্ড হামব্রো	নরওয়ে
চব্বিশতম	১৯৬৯	মিস এনজল ই. ব্রুকস	লাইবেরিয়া
তেইশতম	১৯৬৮	মি. এমিলো আরেনালেস কাটালান	গুয়াতেমালা
বাইশতম	১৯৬৭	মি. কর্নেলিউ মানেসকু	রুমানিয়া
পঞ্চম জরুরি বিশেষ	১৯৬৭	মি. আবদুল রহমান পাঝওয়াক	আফগানিস্তান
পঞ্চম বিশেষ	১৯৬৭	মি. আবদুল রহমান পাঝওয়াক	আফগানিস্তান
একুশতম	১৯৬৬	মি. আবদুল রহমান পাঝওয়াক	আফগানিস্তান
বিশতম	১৯৬৫	মি. আমিনতোরে ফ্যানফ্যানি	ইতালি
উনিশতম	১৯৬৪	মি. এলেক্স কোয়াইসন স্যাকে	ঘানা
আঠারোতম	১৯৬৩	মি. কালোস সোসা রডরিগুয়েজ	ভেনেজুয়েলা
চতুর্থ বিশেষ	১৯৬৩	স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান	পাকিস্তান
সতেরোতম	১৯৬২	স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান	পাকিস্তান
ষোলোতম	১৯৬১	মি. মঙ্গি স্লিম	তিউনিশিয়া
তৃতীয় বিশেষ	১৯৬১	মি. ফ্রেডেরিক এইচ বোলান্ড	আয়ারলান্ড
পনেরোতম	১৯৬০	মি. ফ্রেডেরিক এইচ বোলান্ড	আয়ারল্যান্ড
চতুর্থ জরুরি বিশেষ	১৯৬০	মি. ভিক্টর আন্দ্রেস বেলাউনডে	পেরু
চৌদ্দতম	১৯৫৯	মি. ভিক্টর আন্দ্রেস বেলাউনডে	পেরু

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতিদের তালিকা

তেরোতম	১৯৫৮	মি. চার্লস মালিক	লেবানন
তৃতীয় জরুরি বিশেষ	১৯৫৮	স্যার লেসলি মানরো	নিউজিল্যান্ড
বারোতম	১৯৫৭	স্যার লেসলি মানরো	নিউজিল্যান্ড
এগারোতম	১৯৫৬	প্রিন্স ওয়ান ওয়াইথায়াকন	থাইল্যান্ড
দ্বিতীয় জরুরি বিশেষ	১৯৫৬	মি. রুদেচিনদো ওরতেগা	চিলি
প্রথম জরুরি বিশেষ	১৯৫৬	মি. রুদেচিনদো ওরতেগা	চিলি
দশম	১৯৫৫	মি. জোসে মাজা	চিলি
নবম	১৯৫৪	মি. ইয়েলকো এন. ভ্যান ক্লিফেন্স	নেদারল্যান্ড
অষ্টম	১৯৫৩	মিসেস বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত	ভারত
সপ্তম	১৯৫২	মি. লেসটের বি. পিয়ারসন	কানাডা
ষষ্ঠ	১৯৫১	মি. লুইস প্যাডিলা নেরভো	মেক্সিকো
পঞ্চম	১৯৫০	মি. নসরুল্লাহ ইন্তেজাম	ইরান
চতুর্থ	১৯৪৯	মি.কার্লোস পি রোমুলো	ফিলিপাইন
তৃতীয়	১৯৪৮	মি. এইচ.ভি. ইভাট	অস্ট্রেলিয়া
দ্বিতীয় বিশেষ	১৯৪৮	মি. জোসে আর্কে	আর্জেন্টিনা
দ্বিতীয়	১৯৪৭	মি. অসওয়ালদো আরানহা	ব্রাজিল
প্রথম বিশেষ	১৯৪৭	মি. অসওয়ালদো আরানহা	ব্রাজিল
প্রথম	১৯৪৬	মি. পল-হেনরি স্পাক	বেলজিয়াম

জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২৪ অক্টোবর ২০১৪

বহুমুখী সংকটের এই সময়ে জাতিসংঘের প্রয়োজন আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি। দারিদ্র্য, রোগ, সন্ত্রাস, বৈষম্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রচণ্ডভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আরোপিত শ্রম, মানব পাচার, যৌন দাসত্ব, অথবা কারখানা, কর্মস্থল ও খনিক্ষেত্রে অনিরাপদ অবস্থার কারণে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ শোচনীয়ভাবে শোষণের শিকার হচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতি আজও একটি অসম ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে গেছে।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ছিল বিশ্ব জনগণের প্রতি একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার, যা মানবতার মর্যাদার ওপর হামলার পরিসমাপ্তি এবং একটি উন্নত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নেয়ার পথ প্রদর্শন করবে। সনদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে অনেক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আছে ও এখনও অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে। কিন্তু আমরা আমাদের অর্জনগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারি।

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা দারিদ্র্য-বিরোধী প্রচারণায় সবচেয়ে সফল অনুপ্রেরণা দিয়েছে। জাতিসংঘের অসমতা, নির্যাতন ও বর্ণবাদ বিষয়ক চুক্তিসমূহ যেভাবে মানুষকে রক্ষা করেছে তেমনি অন্যান্য চুক্তি পরিবেশকে সুরক্ষিত করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা বিরুদ্ধ পক্ষগুলোকে আলাদা করেছে, আমাদের মধ্যস্থতাকারীরা বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন এবং আমাদের মানবিক কর্মীরা জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জাম বিতরণ করেছেন। এই সংকটময় মুহূর্তে, প্রান্তিক ও ঝুঁকির সম্মুখীনদের ক্ষমতায়নে আসুন আমরা আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি। জাতিসংঘ দিবসে, আমি সরকার ও প্রতিটি ব্যক্তিকে সকলের মঙ্গলে একটি অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চলে অপরাধমূলক তৎপরতা যেভাবে উন্নয়ন খর্ব ও বিশ্বের জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করছে

ঘটনাটি জিম্বাবুয়ের। বড় একটি হাতির দল শুকিয়ে যাওয়া নদীর তলদেশে একটি অগভীর টোলে জমে থাকা পানি পান করার জন্য প্রায়ই সেখানে যেতো। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর বেআইনি শিকারিরা সেই টোলের পানিতে মারাত্মক বিষ সাইনাইড ঢেলে দেয়। বন্যপ্রাণীর জন্য এর ফল হলো বিপর্যয়কর। তিনশ'র বেশি হাতি, সিংহ, শকুন, বন্য কুকুর ও হায়েনা এতে মারা পড়ে। জিম্বাবুয়ের এই মর্মান্তিক ঘটনা একটি সুপরিচিত বেদনাদায়ক কাহিনী। সারাবিশ্বে ফাঁদ পেতে, গুলি করে, বিষ দিয়ে ও বধ করে বন্যপ্রাণী শেষ করে দেয়া হচ্ছে আর গাছপালা কেটে উজাড় করা হচ্ছে বন। যে হারে এই ধ্বংসলীলা চালানো হচ্ছে তাতে কোনো কোনো প্রজাতি বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

প্রতি বছর আফ্রিকায় প্রায় ২২ হাজার হাতি মেরে ফেলা হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়। সর্বশেষ বন্য গণ্ডার ইতোমধ্যেই ভিয়েতনাম ও মোজাম্বিক থেকে হারিয়ে গেছে আর বিশ্বের প্রায় ৩ হাজার বাঘও এখন অত্যন্ত এক নাজুক অবস্থায় রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক দেশ বেআইনিভাবে গাছ কাটার কারণে তাদের সমৃদ্ধ বনাঞ্চলের বিশাল অংশ হারিয়ে ফেলেছে।

সহজ কথায় বলতে গেলে বন্যপ্রাণী নিধন ও বনাঞ্চল ধ্বংস করা ব্যাপ্তি ও মাত্রায় শিল্পে পরিণত হয়েছে। ট্রাক ও রাইফেলের স্থান নিয়েছে হেলিকপ্টার ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। বনাঞ্চলে অপরাধমূলক তৎপরতায় এখন ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি এবং বনাঞ্চল থেকে বেআইনিভাবে কাটা গাছ পাচারে ছড়িয়ে গেছে উৎকোচ ও দুর্নীতির বিস্তৃত জাল। নির্মম লোভে পরিচালিত হচ্ছে এসব বেআইনি কার্যকলাপ। মাদক, অস্ত্র ও মানুষ পাচারের মতোই বন্যপ্রাণীকে পুঁজি করে পরিচালিত অপরাধ থেকেও অপরাধী চক্র বিপুল অর্থ কামাচ্ছে। কোনো মহাদেশই এর থেকে মুক্ত নেই। জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের (ইউএনওডিসি) হিসাব অনুযায়ী বন্যপ্রাণীকে পুঁজি করে যে অপরাধ চলছে তাতে বছরে ৮শ' থেকে হাজার কোটি ডলার আয় হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও এশিয়া মহাদেশের বাদবাকি অংশে সাড়ে ৩শ' কোটি ডলারের কাঠ পাচার হয়। ইউএনওডিসির হিসেবে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে কাঠভিত্তিক রপ্তানির শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগই অবৈধ। কেবল এশিয়াতেই ২০১০ সালে হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং ও বাঘের শরীরের অংশবিশেষ বিক্রি হয়েছে ৭ কোটি ৫০ লাখ ডলারের। ওষুধ, খাদ্য, শোভাবর্ধক পণ্য ও পোষাপ্রাণী বাণিজ্যের জন্য অসংখ্য ছোট বন্য প্রজাতি শিকার করা হয়।

গণ্ডারের দুর্দশার চিত্রটি অবৈধভাবে বিপন্ন প্রজাতি শিকারের বিপর্যয়কর অভিঘাত তুলে ধরছে। বছরের পর বছর ধরে অবৈধভাবে বধ করার ফলে জঙ্গলে মাত্র হাজার পঁচিশেক গণ্ডার অবশিষ্ট আছে। যে দেশ থেকে গণ্ডারের শিং পাচার করা সে দেশে তার জন্য প্রদত্ত মূল্য চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের মাত্র এক শতাংশ, চূড়ান্ত খুচরা মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। গণ্ডার শিকারিরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে সুনির্দিষ্টভাবে নিশানা করেছে, যা বিশ্বের অবশিষ্ট গণ্ডারের শতকরা ৯০ ভাগের আবাসস্থল। এই দেশটিতে অবৈধ শিকারের ঘটনা ২০০৭ সালের ১৩টি প্রাণী থেকে নাটকীয়ভাবে বেড়ে ২০১৩ সালে প্রায় ১ হাজারে পৌঁছেছে।

সম্ভবত সবচেয়ে নিষ্ঠুরতা হলো, এসব প্রাণী লুণ্ঠনের নিম্নগামী চক্রের ফাঁদে আটকে আছে। যে প্রাণী যতো বিরল, তার শিং বা চামড়ার মূল্য ততো বেশি এবং তার প্রাণিজ অংশ হাতানোর তৎপরতা হতো ব্যাপক। আর এভাবে এটা চলতে থাকে। প্রাণীর সংখ্যা নিদারুণ হ্রাস লুটেরা শিকারিদের মুনাফা বাড়িয়ে তুলছে। লোভের তাড়ায় লুটেরা শিকারিরা যতো দ্রুত প্রজাতিকুলের নিঃশেষিত-প্রায় অংশের দিকে ধাবিত হচ্ছে তাতে এমন অর্থনীতিতে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকার আশা করতে পারে না।

অবশ্য, কেবল প্রাণিকুলই চড়া মূল্য দিচ্ছে না। বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চলের অপরাধ তৎপরতা উন্নয়নশীল দেশ ও সেসব দেশের সম্প্রদায়গুলোর কাছ থেকে চরম মূল্য আদায় করছে। ভঙ্গুর ইকো ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। এসব অপরাধের একটা উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন মাত্রা রয়েছে; সেসব দেশে অপরাধগুলো করা হয় যাদের সম্পদের দিক থেকে দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাণীদের রক্ষা করতে পারে না। ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো, এসব অপরাধ নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা সম্প্রদায়গুলোর চাহিদাকে নিজের কাজে লাগায়, যারা তাদের বিপজ্জনক অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে জড়িত হয়ে যেতে পারে।

নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্তভাবে ব্যবস্থাপনায় অসমর্থ দেশগুলো দুর্বল শাসন, ব্যাপক দুর্নীতি ও অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হতে পারে। অপরাধমূলক তৎপরতার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ সম্পর্কেও বিভ্রান্তি রয়েছে। এ ধরনের অর্থ কখনো কালিমামুক্ত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের কল্যাণসাধনে ব্যর্থ হয়। সমৃদ্ধি এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বৈধ ব্যবসাকে খর্ব করে এবং অপরাধ বিচার ব্যবস্থার মতো অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে।

আমাদের গ্রহের গৌরবময় জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণে ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের সম্মুখীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কয়েকটি সংরক্ষণমূলক চুক্তি গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে প্রভাবশালী হলো বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কনভেনশন (সাইটেস)। কনভেনশন অনুযায়ী, বিপন্ন প্রজাতি রক্ষায় ব্যর্থ দেশগুলো আন্তর্জাতিক চাপ এবং সম্ভাব্য বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে পারে।

সুশীল সমাজও তার ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশের ক্ষেত্রে অপরাধের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারগুলোকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের মতো সংগঠনগুলো জনসচেতনতাও বৃদ্ধি করছে। তথ্যের অভাব ও অসতর্ক ভোগকে পুঁজি করে বন্যপ্রাণী নিয়ে অপরাধ চালানো হয় বলে ভোক্তাদের কার্যক্রমই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। সরকার, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ এ ক্ষেত্রে শক্তিশালী আলোকপাত করতে পারেন এবং এ কাজটি করতে গিয়ে অজ্ঞতার ক্ষেত্রে জ্ঞানদান করতে হবে।

ইউএনওডিসির সাড়া হচ্ছে অবৈধ কার্যকলাপের সরবরাহ ও চাহিদার উপাদান পরীক্ষা করে দেখা। আমাদের কাজ বন্যপ্রাণীকেন্দ্রিক অপরাধে সরবরাহকে ব্যাহত করার ওপর আলোকপাত করে সমন্বিত আইন প্রয়োগ উপাদানের জোরালো সমর্থনের মাধ্যমে সংরক্ষণ প্রচেষ্টার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়া। মানব নিরাপত্তার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান পৃথিবীর জীবজগৎ রক্ষার জন্য এটা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত।

এই কাজের প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে জাতিসংঘ দেশ অতিক্রমী সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন কনভেনশন ও জাতিসংঘ দুর্নীতি দমন কনভেনশনের ওপর। দুটি কনভেনশনই পুলিশ ও শুল্ক কর্মকর্তাদের মধ্যে উন্নততর সমন্বয়, উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি, তথ্য বিনিময় ও যৌথ অভিযান বৃদ্ধি করে। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি ইউএনওডিসি অপরাধ বিচার ব্যবস্থা জোরদার ও বন্যপ্রাণী নিয়ে অবৈধ কার্যকলাপকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে সংবিধি প্রণয়নে কাজ করছে। অনেক ক্ষেত্রেই লুটেরা শিকারিদের নিবৃত্ত করার মতো সামান্যই ব্যবস্থা থাকে। বিদ্যমান আইন পুনর্বিবেচনা ও নতুন আইন প্রবর্তনের ফলে ইউএনওডিসির অপরাধমূলক কার্যকলাপ সনাক্ত করা ও এ ধরনের অপরাধের জন্য দণ্ড যেন নিবৃত্তিমূলক হয় তা নিশ্চিত করার সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। ইউএনওডিসি আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী নিয়ে অপরাধ নিরোধ কনসের্টিয়াসেরও (আইসিসি ডব্লুসি) সদস্য। আইসিসিডব্লুসির সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে ইউএনওডিসি একটি বিশ্লেষণমূলক হাতিয়ার তৈরি করেছে, যা দেশগুলোকে বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চলে অপরাধের প্রতি নিরোধ ও বিচারিক সাড়া নিরূপণের সহায়তা করে। বাংলাদেশ, পেরু, গ্যাবন ও নেপালে এই হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। আরো অনেক দেশও এটা প্রয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ফরেনসিক। হাতির দাঁতের উৎস ও জরায়ন নির্ণয়ের জন্য ডিএনএ ভিত্তিক ও অন্যান্য সনাক্তকরণ কৌশলের জন্য ইউএনওডিসি বর্তমানে উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করছে। ২০১৪ সালে ইউএনওডিসি সংরক্ষিত কাঠ ও কাঠজাত সামগ্রীর প্রজাতি ও ভৌগোলিক উৎস নির্ধারণের জন্য সাইটেসের কাঠ প্রজাতির ফরেনসিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় নীতিনির্দেশনা নিয়ে তার সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করবে। তবে অপরাধের নেটওয়ার্ক

প্রতিহত করার জন্য বিশ্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে তাদের যে মুনাফা অবাধে চলাচল করছে তাকে আমাদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত কর্ম পদ্ধতি বিনিময়ের জন্য ইউএনওডিসি আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থ বৈধকরণ বিশেষজ্ঞদের মিলিত করতে চাইছে।

চাহিদার ক্ষেত্রে যেসব দেশে প্রাণিজ পণ্য ভোগ ও ক্রয় করা হয় সেসব দেশের সঙ্গে ইউএনওডিসি বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চলে অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে।

যেসব যুবজন পরবর্তী প্রজন্মের সম্ভাব্য ক্রেতা হবে তাদের আওতার মধ্যে আনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বন্যপ্রাণীজাত পণ্য নিয়ে যেসব কল্পকথা ছড়িয়ে আছে সেগুলো ভিত্তিহীন বলে দূর করা এবং বৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরা নিয়েও ইউএনওডিসি কাজ করছে। বন্যপ্রাণী ও বনজ সামগ্রীর চাহিদা হ্রাসের লড়াইয়ে পর্যটন শিল্পও নিয়োজিত হতে পারে।

এসব জটিল বিষয়ে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইউএনওডিসি বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চলে অপরাধ মোকাবেলায় একটি নতুন বৈশ্বিক কর্মসূচি চালু করেছে। আগামী চার বছরে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে এবং বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের চাহিদা নাটকীয়ভাবে হ্রাসের প্রয়োজন সম্পর্কে তা সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

এখনো অনেক কাজ করার রয়েছে। এসব কাজ শুরু করার জন্য দেশগুলোকে সবার আগে গুরুদণ্ডের বিধান রেখে বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদের বাণিজ্যকে অবৈধ বিবেচনা করতে হবে। অপরাধীরা যাতে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে ফসকে যাওয়ার সুযোগ না পায় তজ্জন্য আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে হবে; আইন প্রয়োগকারী ও মামলা দায়ের করার সংস্থা এবং বিচার বিভাগের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে; দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। অপরাধীদের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে স্বাধীনভাবে চলাচলের বিষয়টিকে অবশ্যই অতীতের একটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত করতে হবে।

বন্যপ্রাণীকেন্দ্রিক অপরাধ আমাদের ভঙ্গুর ইকোব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমাদের সযত্নে লালিত প্রজাতিগুলো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। আজ যা হারিয়ে যায় তা আগামীকাল ফিরে পাওয়া যাবে না। বিলুপ্তির এই দীর্ঘ ঊর্ধ্বগতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইলে সংরক্ষণ প্রচেষ্টার পাশাপাশি আইন প্রয়োগকে একটা অদম্য ভূমিকা পালন করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে ইউএনওডিসি তার আওতার মধ্যে সবকিছু করছে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরো বেশি কিছু করার পরিকল্পনা করছি। যাই হোক, বার্তাটি খুব সহজ : বিশ্বের প্রাণী ও বনের আমাদের সাহায্য প্রয়োজন। তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় আমাদের এখন কাজ করতে হবে।

জাতিসংঘ বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বার্তা

নিউ ইয়র্ক, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ : জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনে শরিক হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমার স্মৃতি থেকে কিছু ঘটনা তুলে ধরছি। ১৯৭৩ সালে একজন কূটনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে নয়াদিল্লিতে কর্মরত থাকা অবস্থায়, যে দলটি আমার দেশের সাথে বাংলাদেশের একটি কূটনৈতিক বন্ধন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছিল , আমি তাঁর একজন সদস্য ছিলাম। যখন আমি প্রথমবারের মতো এ দেশে এসেছিলাম, এদেশের তৎকালীন পরিস্থিতি আমাকে অনেক নাড়া দেয়, কেননা এটা আমাকে কোরিয়ার যুদ্ধের পর আমার দেশের অবস্থার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। তখন বাংলাদেশে এতটা ঘাটতি ছিল যে এদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকর্মীর জন্য আমাকে একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে দিতে হয়েছিল যেন তারা আমাকে একটি নথি লিখে দিতে পারে।

সেই সময়েই, দারিদ্র্য, ধ্বংসস্তূপ ও মানুষের দুর্বিপাক সত্ত্বেও একটি নতুন দেশ গড়ে তোলার জন্য সবাই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল।

এরপর আমি অনেক বার এদেশে এসেছি। প্রতিবারই আমি এদেশের বিশাল অগ্রগতি দেখে বিস্মিত হয়েছি।

বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তুলেছে, একই সাথে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য দেখিয়েছে। ৪০ বছর আগে আমি যে মিতব্যয় এবং অভিন্ন লক্ষ্য অবলোকন করেছিলাম তা এই মহান সাফল্যের পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের এ যুগে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বাংলাদেশ যে কাজ করছে তা প্রশংসনীয়। এবং বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তিরক্ষায় শীর্ষ অবদানকারী দেশগুলোর একটি। শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন হচ্ছে যেটা আমাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করেছে।

জাতিসংঘ পরিবারের প্রগতিশীল সদস্য হিসেবে ও তাদের অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ও তাঁর জনগণকে আমি বিশেষ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি শান্তি, উন্নতি ও সকলের জন্য মানবাধিকার অর্জনের চেষ্টায় বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের এ সম্পর্ক আরও গভীর হবার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ধন্যবাদ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : এম. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org